গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কৃষি মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২১-২২

বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

নাটোর রিজিয়ন, নাটোর।

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২১-২২

উপদেষ্টা
জনাব মো: জাহাঙ্গীর আলম খান
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বিএমডিএ, সেচ শাখা, রাজশাহী

সার্বিক সহযোগিতায়
জনাব মো: আব্দুর রশীদ
নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), বিএমডিএ, রাজশাহী

সম্পাদনায়
জনাব মো: মনিরুজ্জামান মনির
নির্বাহী প্রকৌশলী, বিএমডিএ, নাটোর রিজিয়ন, নাটোর।

কারিগরী সহায়তা
জনাব মোঃ মজিবর রহমান, উপ সহকারী প্রকৌশলী, বিএমডিএ, নাটোর রিজিয়ন।
জনাব মোঃ রুহুল আমীন, কম্পিউটার অপারেটর, বিএমডিএ, নাটোর রিজিয়ন ।

প্রকাশক
বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
নাটোর রিজিয়ন, নাটোর।

তথ্যকাল
জুলাই ২০২১ থেকে জুন ২০২২

প্রকাশকাল
১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২২

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি হচ্ছে কৃষি। দেশের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জন, সামগ্রিক আয় বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বিশাল জনগোষ্ঠীর সমৃদ্ধির জন্য কৃষির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ক্রমহ্রাসমান কৃষি জমিতে ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর জন্য অধিক খাদ্য উৎপাদন, ফসল নিবিড়করণ ও বহুমুখীকরণসহ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়নে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। গভীর নলকূপের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত সেচ প্রদানের পাশাপাশি ভূ-পরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে সেচ এলাকা সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। এছাড়া উৎপাদিত কৃষি পণ্যের সহজ পরিবহণ ও বাজারজাতকরণের জন্য গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, ভূ-পরিস্থ পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধির জন্য খাল ও পুকুর, গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে সুপেয় পানি সরবরাহের জন্য বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ স্থাপনা নির্মাণ ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। সার্বিকভাবে বলা যায় বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কৃষি উৎপাদন তথা কৃষকদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকারের নীতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়িত ২০২১-২২ অর্থ বছরের সার্বিক অগ্রগতি এবং বাস্তবায়িত বিভিন্ন কর্মকান্ডের সার সংক্ষেপ এ বার্ষিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

স্বাক্ষরিত
(মোঃ মনিরুজ্জামান মনির)
নির্বাহী প্রকৌশলী
বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
নাটোর রিজিয়ন।

সার-সংক্ষেপ

অর্ধবঙ্গেশ্বরী রানীভবানীর রাজবাড়ি ও উত্তরা গণভবনের গৌরবময় ঐতিহ্যমন্ডিত নাটোর জেলা। এ জেলার সকল উপজেলা অর্থাৎ ৭টি উপজেলাকে নিয়ে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ) নাটোর রিজিয়ন গঠিত। নাটোর রিজিয়নের আওতায় নাটোর জোন (নাটোর, বাগাতিপাড়া, নলডাঙ্গা ও সিংড়া) ও বড়াইগ্রাম জোন (বড়াইগ্রাম, লালপুর ও গুরুদাসপুর)। এ জেলার সিংড়া ও গুরুদাসপুর উপজেলায় চলন বিল অবস্থিত। উক্ত বিলে বৎসরে প্রায় ৬ মাস পানি থাকে এবং উক্ত বিলে প্রচুর দেশি মাছসহ নানারকম জলজ প্রাণি ও পাখি বসবাস করে। ফলে বিলে জীব বৈচিত্র্য, বাস্তুসংস্থান ও পর্যটন শিল্পের বিকাশ ঘটেছে। অপরপক্ষে পদ্মা নদীর কোল ঘেসে লালপুর উপজেলাসহ পার্শ্ববর্তী এলাকা শুষ্ক ও তুলনামূলক উচু ভূমি। এ জেলার মোট এলাকা ১,৯০,০২০ হেঃ; আবাদযোগ্য এলাকা ১,৪৮,৮৭১ হেঃ এবং সর্বমোট সেচকৃত এলাকা ৯৪,৯১৩ হেঃ (উৎস-বিএডিসি সার্ভে রিপোর্ট ২০১৮-১৯)। এ জেলায় ২৭৪টি ছোট বড় বিল, প্রায় ৩৫১ কি.মি. নদী, প্রায় ৬৫৫ কি.মি. খাল ও প্রায় ২৮০০০টি পুকুর রয়েছে। নদীর মধ্যে আত্রাই, বারনই ও নন্দকুজা অন্যতম। এ জেলায় বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষের ৩৭৪টি সেচযন্ত্রের মাধ্যমে বর্তমানে প্রায় ৯১০০ হেঃ জমিতে প্রায় ১৬৫০০ জন কৃষককে নিয়ন্ত্রিত সেচ সুবিধা প্রদান করছে। এছাড়া পুন.খননকৃত ৪৯ কি.মি. খাল ও ৬২ টি পুকুরের মাধ্যমে কৃষকগণের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রায় ৬৫০০ হেঃ জমিতে রবি শস্য ও আমন মৌসুমে সম্পুরক সেচ কৃষকগণ গ্রহন করছে। এছাড়া জলাবদ্ধতা নিরসন, বৃক্ষরোপন, পানি ও বিদ্যুতের ব্যবস্থা নাই এরুপ জায়গায় ডাগওয়েল খনন, পুন. খননকৃত জলাধারে সেচের পাম্প স্থাপন, কৃষক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি কাজ বাস্তবায়ন হচ্ছে।

বর্তমানে কর্তৃপক্ষের আওতাধীন এলাকায় ২-৩টি ফসল উৎপাদিত হচ্ছে এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়নের ফলে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমানের উন্নয়ন ঘটেছে এবং পরিবেশের উন্নয়ন হয়েছে। বর্তমানে ভূ-উপরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে নাটোর জেলায় সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প, পুকুর পুন. খনন ও ভূ-উপরিস্থ পানি উন্নয়নের মাধ্যমে ক্ষুদ্র সেচে ব্যবহার প্রকল্প, সেচ অবকাঠামো ও পূনর্বাসন প্রকল্প ও ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা সম্প্রসারণ প্রকল্প এর কাজ চলমান আছে।

সূচিপত্র

১. এক নজরে বিএমডিএ, নাটোর রিজিয়ন।
২. রূপকল্প (Vision)
৩. অভিলক্ষ্য (Mission)
৪. লক্ষ্য
৫. উদ্দেশ্য
৬. এক নজরে নাটোর জেলায় বরেন্দ্র বহুমখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম
৭. সেচ কার্যক্রমে ব্যবহৃত সেচ যন্ত্রের বিবরণ
৮. কর্তৃপক্ষের চলমান সেচচার্জ এর হার
৯. নাটোর জেলায় উন্নয়ন কার্যক্রমের স্থির চিত্র
১০. বর্তমানে কর্তৃপক্ষের নাটোর রিজিয়ন দপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

নাটোর রিজিয়ন

ভূমিকাঃ

নাটোর জেলার সকল উপজেলা অর্থাৎ ৭টি উপজেলাকে নিয়ে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ) নাটোর রিজিয়ন গঠিত। নাটোর রিজিয়নের আওতায় নাটোর জোন (নাটোর, বাগাতিপাড়া, নলডাঙ্গা ও সিংড়া) ও বড়াইগ্রাম জোন (বড়াইগ্রাম, লালপুর ও গুরুদাসপুর)।

রূপকল্প (Vision) :

নাটোর জেলার উন্নত কৃষি ও কৃষি পরিবেশ।

অভিলক্ষ্য (Mission) :

সেচ অবকাঠামো উন্নয়নসহ সেচ এলাকা ও আবাদী জমি সম্প্রসারণ, মান সম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও বিপণন এবং পরিবেশ উন্নয়নে ফলদসহ অন্যান্য বৃক্ষ রোপণ।

লক্ষ্যঃ

১) নাটোর জেলাকে বাংলাদেশের শস্যভান্ডারে রুপান্তর।

২) প্রাকৃতিক ভারসাম্য আনায়নকল্পে ব্যাপক বনায়ন এবং সম্পূরক সেচের জন্য খাল ও দিঘী পুনঃখনন।

৩) গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণ।

৪) জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।

উদ্দেশ্যঃ

১) ভূ-পরিস্থ পানির উৎস বৃদ্ধির জন্য খাস মজা খাল ও পুকুর/দিঘী এবং অন্যান্য জলাধার পুনঃখনন করে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ এবং মৎস্য চাষ।

২) সেচযন্ত্র স্থাপন এবং আবাদযোগ্য জমি নিযন্ত্রিত সেচ সুবিধার আওতায় আনায়ন।

৩) সেচযন্ত্র বিদ্যুতায়ন ও প্রি-পেইড মিটারের মাধ্যমে সেচ খরচ হ্রাসকরণ।

৪) ফসল বাজারজাতকরণ ও যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য গ্রামীণ সড়ক পাকাকরণ।

৫) প্রাকৃতিক ভারসাম্য আনায়ন ও মরুকরণ রোধকল্পে ব্যাপক বনায়ন ও নার্সারী সম্প্রসারণ।

৬) সেচ এলাকা বৃদ্ধিকল্পে পাকা ও ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ।

৭) স্থাপিত গভীর নলকুপ হতে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানীয় জল সরবরাহ।

৮) ফসলের বহুমূখীকরণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি।

৯) অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা ও দারিদ্র বিমোচনে সহয়তা করা।

এক নজরে নাটোর জেলায় বরেন্দ্র বহুমখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম

১. সেচ যন্ত্র (গভীর নলকূপ) সচলকরণ/ বিএমডিএ কর্তৃক নতুনভাবে স্থাপন (৩০ জুন, ২০২২ পর্যন্ত)ঃ

- বিএডিসি'র অচালু/অকেজো গভীর নলকূপ চালুকরণ ঃ ৪৮ টি।
- বিএমডিএ কর্তৃক নতুন গভীর নলকূপ স্থাপন ঃ ২৫৩ টি।
- গভীর নলকূপের জন্য বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ ঃ ১৫৪ কিঃ মিঃ।
- ভূ-গর্ভস্থ পাইপ লাইন (প্রতিটি ২০০০ ফুট) ঃ ৩০৭ টি।
- সেচকৃত এলাকা ঃ ৯১০০ হেঃ

২. সেচ যন্ত্র হতে সেচচার্জ আদায়ে প্রি-পেইড মিটারিং কার্যক্রম (৩০ জুন, ২০২২ পর্যন্ত)ঃ

- প্রি-পেইড মিটার ঃ ৩০০ টি।
- ইউজার কার্ড (প্রি-পেইড স্মার্ট কার্ড) ঃ ৩০৫০ টি।
- মোবাইল ভেন্ডিং ইউনিট সংখ্যা ঃ ২০ টি।

৩. উৎপাদিত ফসল বাজারজাতকরণে গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ (৩০ জুন, ২০২২ পর্যন্ত) ঃ

ক) গ্রামীন সড়ক নির্মাণ কাজ সম্পন্ন ঃ ৬০ কিঃ মিঃ।

খ) অন্যান্য স্থাপনা ঃ

- কালভার্ট ঃ ২৬ টি।
- ক্রসড্রেন ঃ ৬০ টি।
- সারফেস ড্রেন ঃ ১৩৫২ মিটার।
- রিটেইনিং ওয়াল ঃ ৭১২ মিটার।

৪. বৃক্ষরোপন কার্যক্রম (৩০ জুন, ২০২২ পর্যন্ত)ঃ

- ফলদ ঃ ২০,৫০০টি।
- বনজ ঃ ৫৫,০০০টি।
- তালবীজ ঃ ২৪০০০ টি।
- খেজুর বীজ ঃ ৫,০০০ টি।

৫. খাবার পানি স্থাপনা নির্মাণ প্রকল্প (৩০ জুন, ২০২২ পর্যন্ত)ঃ

- গভীর নলকূপের বিপরীতে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ স্থাপনা নির্মাণ সংখ্যা ঃ ২৮ টি।
- ফসেট (ট্যাপ) সংখ্যা ঃ ১১২০ টি।
- উপকারভোগী পরিবার ঃ ২২৪০ টি।

৬. চলমান ভূ-উপরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে নাটোর জেলায় সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প (১ জুলাই, ২০২২ হতে অদ্যাবধি) ঃ

- খননকৃত খালের দৈর্ঘ্য ঃ ৪৯ কি.মি.।
- খালের পাড়ে কালভার্ট নির্মান ঃ ৪২ টি।
- খাল পাড়াপাড়ের জন্য ফুট ওভার ব্রীজ নির্মাণ ঃ ১৬ টি।
- সবজি/ রবি শস্যে সেচ দেয়ার জন্য পাত কুয়া (ডাগ ওয়েল) নির্মাণ ঃ ৩২ টি।

  (প্রতিটি পাতকুয়ার বিপরীতে ১২০০ ফুট পাইপ লাইন (৩ ইঞ্চি ডায়া) নির্মান করা হয়েছে। ফলে ৬৪০ বিঘা জমি ইতোমধ্যে সেচের আওতায় এসেছে।)

- গভীর নলকূপের (৭০টি) বিপরীতে পূর্বের নির্মিত ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা (প্রতিটি ৬১০ মিটার) সম্প্রসারণঃ ৪২৭০০ মিটার। উক্ত সম্প্রসারনের ফলে প্রায় অতিরিক্ত ৮৪০০ বিঘা জমি সেচের আওতায় এসছে।
- খাল পাড়ে সৌর শক্তিচালিত লো-লিফট পাম্প স্থাপন (এলএলপি) ঃ ২৫টি
- প্রতিটি এলএলপির বিপরীতে ১০০০ মিটার করে সেচ নালা (ভূ-গর্ভস্থ) নির্মাণ করা হযেছে এবং প্রায় ২১৫০ বিঘা জমি সেচের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে।
- পদ্ম বিল (মূল বিলের সাথে আরও ৬ টি বিল সংযুক্ত), ছাতনি ইউনিয়ন, নাটোর এর জলাবদ্ধতা নিরসনে ইনলেট, আউটলেট ও অবজারভেশন চেম্বারসহ ৮৪৫ মিটার পিভিসি ভূ-গর্ভস্থ পাইপ লাইন (প্রায় ২ ফুট ডায়া) নির্মাণ করা হয়েছে এবং পানি নিষ্কাশনের মাধ্যমে প্রায় ৫০০০ বিঘা জমিতে বর্তমানে ফসল চাষ করা সম্ভব হয়েছে।
- বিভিন্ন খালের পাড়ে ইতোমধ্যে বৃক্ষরোপন করা হয়েছে ঃ ফলদ-৩৪০০০ টি, বনজ- ৬৮০০০ টি।
- আদর্শ কৃষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ৪০০ জন।
- মুজিব বর্ষ উপলক্ষে প্রতি উপজেলায় ১০০ টি করে ফলদ বৃক্ষ বিতরণ করা হয়েছে।

৭. চলমান পুকুর পুন.খনন ও ভূ-উপরিস্থ পানি উন্নয়নের মাধ্যমে ক্ষুদ্র সেচে ব্যকহার প্রকল্প (১ জুলাই ২০২২ হতে অদ্যাবধি) ঃ

- ভূ-উপরিস্থ পানি উন্নয়নে খাস পুকুর পুন. খননঃ ৬২ টি।
- পুকুর পাড়ে বৃক্ষরোপনঃ ১৮০০০ টি।

সেচ কার্যক্রমে ব্যবহৃত সেচ যন্ত্রের বিবরণ

গভীর নলকূপঃ

ফোর্স মোডে ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনে ব্যবহৃত সেচ যন্ত্রকে গভীর নলকূপ বলে। কর্তৃপক্ষের কার্যক্রমের প্রাথমিক পর্যায়ে গভীর নলকূপগুলো ডিজেল ইঞ্জিন চালিত ছিল। ডিজেল ইঞ্জিনের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ ব্যয়বহুল ও সময় সাপেক্ষ হওয়ায় প্রায়শঃই সেচকার্য বিঘ্নিত হতো এবং সর্বোপরি উৎপাদন খরচ বেশী হতো। সেচ ব্যবস্থা আধুনিকীকরণে কর্তৃপক্ষ সেচ যন্ত্র বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার দিয়ে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রায় ২৫৫ কি.মি. বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ করে গভীর নলকূপ বিদ্যুৎ চালিত সাবমারসিবল পাম্প ও ভার্টিক্যাল মটর দ্বারা পরিচালনা করার ব্যাবস্থা গ্রহণ করে।

এ অঞ্চলে এক সময় শুধুমাত্র বৃষ্টি নির্ভর একটি মাত্র আমন ফসল চাষ করা হতো। বর্তমানে সেচ সুবিধা নিশ্চিত হওয়ায় তিনটি ফসলের চাষ করা হচ্ছে। কিছু কিছু এলাকায় চারটি ফসলের চাষ করা হচ্ছে। নাটোর জেলায় বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষ এককভাবে প্রায় ৮% আবাদী জমিতে সেচ প্রদান করে থাকে। উক্ত সেচ কার্যক্রমের ফলে দেশের খাদ্য নিরাপত্তায় কর্তৃপক্ষ বড় ধরনের ভূমিকা পালন করে আসছে।

গভীর নলকূপ পরিচালনা পদ্ধতিঃ

কর্তৃপক্ষের প্রতিটি গভীর নলকূপ বিভাগীয় পদ্ধতিতে পরিচালিত হয় এবং সংশ্লিষ্ট জোন দপ্তরের সহকারী প্রকৌশলী, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, ইলেক্ট্রিশিয়ান, মেকানিক, সহকারী মেকানিকসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ প্রতিনিয়ত রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করে থাকে।

গভীর নলকূপ পরিচালনার জন্য একজন অপারেটর নিয়োগ করা হয়। নিয়োগ কার্যক্রম প্রতি বছর ১৫ নভেম্বর-১৫ ডিসেম্বর মাসের মধ্যে সম্পন্ন করা হয়। নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গভীর নলকূপ স্কীমের কৃষকগণ কর্তৃক তাদের মধ্যে হতে আলোচনার ভিত্তিতে একজন অপারেটর মনোনীত করা হয়। এক্ষেত্রে দ্বৈত্যতার সৃষ্টি হলে দুই বা ততোধিক প্রার্থিও মনোনয়নের সুযোগ রয়েছে। প্রথমে বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ছাপানো নির্ধারিত ফরম যা ১০০/- টাকা (অফেরতযোগ্য) সংশ্লিষ্ট অফিসে মানি রশিদের মাধ্যমে জমা দিয়ে ক্রয় করতে হয়। অত:পর মনোনীত প্রার্থিগণ কর্তৃক ফরম পূরণপূর্বক পাসপোর্ট সাইজের এক কপি ছবি, শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্র, এনআইডি কার্ডের ফটোকপি ও পুরুষের জন্য ৭,৫০০/- টাকা এবং মহিলার ক্ষেত্রে ৫,০০০/- টাকার ডিডি/পেঅর্ডার সংযুক্তপূর্বক আবেদনপত্র সংশ্লিষ্ট সহকারী প্রকৌশলী'র দপ্তরে জমা করা হয়। দাপ্তরিক কার্যাদি শেষে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তরে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণপূর্বক নির্বাচিত তালিকা প্রস্তুত করা হয়। অত:পর নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক নিয়োগ কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়। কর্তৃপক্ষের দাপ্তরিক বিধিবিধান অনুসারে অপারেটর গভীর নলকুপ পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করে থাকে। এক্ষেত্রে কোন ব্যত্যয় ঘটলে কর্তৃপক্ষ তাঁকে যে কোন সময় অপসারণের ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। সংশ্লিষ্ট স্কীমের স্কীমভুক্ত কৃষক সমন্বয়ে গঠিত পানি ব্যবহারকারী সমিতি কর্তৃক জোন দপ্তরের নির্দেশানুসারে স্কীমের সেচ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে থাকে।

সেচ যন্ত্রের সেচচার্জ আদায়ের ক্ষেত্রে কুপন পদ্ধতি পরিবর্তনপূর্বক যুগোপোযোগী প্রি-পেইড সিষ্টেম চালু করে সেচ চার্জ আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রি-পেইড মিটারর মাধ্যমে সেচ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কৃষকগণকে প্রি-পেইড ইউজার কার্ড নির্ধারিত মূল্যে (১৫২/-)বিএমডিএ দপ্তর হতে ক্রয় করতে হয়। উক্ত ইউজার কার্ডে রিচার্জ প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর সংশ্লিষ্ট এলাকায় MVU ডিলার নিয়োগ প্রদান করে থাকে। উক্ত ডিলারের নিকট হতে কৃষকগণ তার ইউজার কার্ডে প্রয়োজন অনুযায়ী যে কোন সময় রিচার্জ করতে পারেন।

কৃষকের প্রি-পেইড কার্ড রিচার্জের সুবিধার্থে উপজেলাওয়ারী আগ্রহী ব্যক্তিকে ডিলার নিয়োগ প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক বরাবরে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ছাপানো নির্ধারিত ফরম যা ১০০/- টাকা (অফেতযোগ্য) সংশ্লিষ্ট অফিস হতে ক্রয় করতে হয়। অতপরঃ ফরম পূরন পূর্বক পাসপোর্ট সাইজের এক কপি ছবি, শিক্ষাগত যোগ্যতা সনদপত্র, আইডি কার্ডের ফটোকপি ও পূরুষ/মহিলার জন্য ১,০০০/- টাকার ডিডি/পেঅর্ডার সংযুক্ত পূর্বক আবেদনপত্র সহকারী প্রকৌশলী'র দপ্তরে জমা প্রদান করতে হয়। এক বা একাধিক আবেদনকারীর আবেদন যাচাইপূর্বক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গঠিত কমিটির মাধ্যমে ডিলার নির্বাচন করা হয়। নির্বাচিত MVU ডিলারের দাপ্তরিক কার্যাদি শেষে MVU ডিলার হিসাবে নিয়োগ প্রদান করা হয়।

দাপ্তরিক বিধিবিধান অনুসারে MVU ডিলার সংশ্লিষ্ট বিএমডিএ দপ্তর হতে MVU-তে রিচার্জ গ্রহন (সর্বোচ্চ ৫,০০,০০০/-) করে থাকে। কর্তৃপক্ষ MVU রিচার্জের উপর ২.৫% কমিশন ডিলারকে প্রদান করে। প্রদানকৃত কমিশনের উপর সংশ্লিষ্ট দপ্তর কর্তৃক সরকারী বিধি মোতাবেক উৎসে কর ও মুসক কর্তন করা হয়ে থাকে। MVU ডিলার কৃষকের চাহিদা মোতাবেক যে কোন সময় কৃষকগণকে কার্ডে রিচার্জ প্রদান (সর্বোচ্চ ২৮০০/-) করে থাকে। এক্ষেত্রে কোন ব্যত্যয় ঘটলে তাঁকে যে কোন সময় কর্তৃপক্ষ অপসারণের ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। কৃষকগণ উক্ত কার্ড অপারেটরের মাধ্যমে গভীর নলকূপের প্রি-পেইড মিটারে প্রবেশ করিয়ে প্রয়োজনীয় পরিমাণ সেচ গ্রহণ করে। কর্তৃপক্ষের চলমান সেচচর্জ নিম্নে প্রদত্ত হল;

লো-লিফট পাম্প (এল. এল. পি)ঃ

সাকশন মোডে ভূ-উপরিস্থ পানি উত্তোলনে ব্যবহৃত সেচ যন্ত্রকে লো-লিফট পাম্প (এল. এল. পি) বলে। বরেন্দ্র এলাকায় বৃষ্টিপাত দেশের অন্যান্য স্থানের তুলনায় অনেক কম। সাম্প্রতিক সময়ে এর পরিমাণ আরও হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া বৃষ্টিপাত পূর্বের ন্যায় যথাসময়ে হচ্ছে না। সর্বোপরি সংস্কারের অভাবে নদী ও বিলগুলোর পানি ধারণ ক্ষমতা হারিয়ে যাওয়ায় কৃষিকাজ ক্রমান্বয়ে ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। সেচ কাজে ভূ-উপরিস্থ পানির (Surface water) দ্বারা সম্পুরক সেচ ও পরিবেশ উন্নয়নের জন্য খাস পুকুর ও খাল পুনঃ খনন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। পূনঃ খননকৃত পুকুর ও খালের বিপরীতে LLP (Low Lift Pump) স্থাপনের মাধ্যমে টি-আমন মৌসুমে সম্পুরক সেচ ও রবি মৌসুমে বিভিন্ন ফসলে সেচ প্রদান করা হচ্ছে। ফলে ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের চাপ প্রশমিত হচ্ছে। পাশাপাশি ফসল বহুমুখীকরণের (Crop Diversification) কার্যক্রম ব্যাপকভাবে গ্রহন করা হয়েছে।

কর্তৃপক্ষের যেসব এলাকায় খাড়ি বা পুকুর হতে পার্শ্ববর্তী জমিতে সেচ প্রদানের সুযোগ রয়েছে সে সব এলাকার কৃষকগণ নিজেদের মধ্যে আলোচনার করে কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত ফরম-এ এল.এল.পি স্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আবেদন করে। আবেদনের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট দপ্তর স্থাপনযোগ্য LLP এর কারিগরী দিক ও অন্যান্যা বিষয়াদি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই পূর্বক LLP স্কীম গ্রহনের মতামত প্রদান করে এবং তদানুযায়ী LLP স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহন করা হয়। অতপর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োগকৃত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে LLP স্থাপন করা হয়। বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষ শুরুর দিকে ভূ-গর্ভস্থ পানির মাধ্যমে অত্র এলাকায় সেচ কার্যক্রম প্রবর্তন করে ঠাঁঠাঁ বরেন্দ্র এলাকা সবুজ ও শস্য ভান্ডারে পরিণত করে। বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নিম্নগামী হওয়ায় ভূ-গর্ভস্থ পানির পাশাপাশি ভূ-উপরিস্থ পানির মাধ্যমে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ব্যাপক সেচকার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। এসংক্রান্ত পরিসংখ্যান ছক-ছ তে বর্ণনা করা হয়েছে।

সেচ সুবিধা নিশ্চিত হওয়ায় আউশ ও আমন মৌসুমে বৃষ্টি নির্ভর ফসলে বৃষ্টিহীনতার সময় প্রয়োজনীয় সেচ প্রদানের মাধ্যমে ফসল রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছ।এছাড়া কর্তৃপক্ষ ইতোমধ্যে কর্তৃক নব নব প্রকল্প গ্রহণ করে পদ্মা ও মহান্দা নদী হতে ভূ-উপরিস্থ পানি সেচ সুবিধা নাই এমন উচ্চ বরেন্দ্র এলাকায় সরবরাহ করে সেচ সুবিধা সৃষ্টির উদ্যেগ গ্রহন করা হয়েছে।

কর্তৃপক্ষের সকল এলএলপি বিভাগীয় পদ্ধতিতে গভীর নলকূপ পরিচালনার অনুরুপ পদ্ধতিতে পরিচালনা করা হয়।

কর্তৃপক্ষের চলমান সেচচার্জ এর হার
(বিদ্যুৎ বিলের উপর ২০% রিবেট বাদে নির্ধারিত)

১. গভীর নলকুপঃ

(ক) রাজশাহী, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ও নওগাঁ জেলাঃ

ক্রম	পাম্পের ক্যাপাসিটি (কিউসেক)	নির্ধারিত ঘন্টাপ্রতি সেচচার্জ (টাকা)	মন্তব্য
১	০.৫০ পর্যন্ত	৮৫.০০	০১/০২/২০১৮ হতে কার্যকর হয়েছে
২	০.৫১-০.৭৫ পর্যন্ত	১০০.০০	
৩	০.৭৬-১.০ পর্যন্ত	১১০.০০	
৪	১.০১-২.০ পর্যন্ত	১২৫.০০	

(খ) ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, দিনাজপুর, নিলফামারী, রংপুর, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, জয়পুরহাট, বগুড়া, নাটোর, পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলাঃ

ক্রম	পাম্পের ক্যাপাসিটি (কিউসেক)	নির্ধারিত ঘন্টাপ্রতি সেচচার্জ	মন্তব্য
১	০.৭৬-১.০ পর্যন্ত	১০০.০০	০১/০২/২০১৮ হতে কার্যকর হয়েছে
২	১.০১-২.০ পর্যন্ত	১১০.০০	

২. এল.এল.পিঃ

(ক) সিঙ্গেল লিফটিং এল.এল.পি (রাজশাহী, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ও নওগাঁ জেলা)ঃ

ক্রম	পাম্পের ক্যাপাসিটি (কিউসেক)	নির্ধারিত ঘন্টাপ্রতি সেচচার্জ (টাকা)	মন্তব্য
১	১.০১-২.০ পর্যন্ত	১২৫.০০	০১/০২/২০১৮ হতে কার্যকর হয়েছে

(খ) ডবল লিফটিং এল.এল.পি (রাজশাহী, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ও নওগাঁ জেলা) ঃ

ক্রম	পাম্পের বিবরণ	নির্ধারিত ঘন্টাপ্রতি সেচচার্জ (টাকা)	মন্তব্য
১	ডবল লিফটিং (১.০১-২.০ কিউসেক পর্যন্ত)	১৬০.০০	পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি হতে সংযোগপ্রাপ্ত এরুপ সেচযন্ত্রের জন্য প্রযোজ্য, ০১/০২/২০১৮ হতে কার্যকর হয়েছে

(গ) সিঙ্গেল লিফটিং এল.এল.পি (ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, দিনাজপুর, নিলফামারী, রংপুর, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, জয়পুরহাট, বগুড়া, নাটোর, পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলা)ঃ

ক্রম	পাম্পের ক্যাপাসিটি (কিউসেক)	নির্ধারিত ঘন্টাপ্রতি সেচচার্জ (টাকা)	মন্তব্য
১	১.০১-২.০ পর্যন্ত	১১০.০০	

নাটোর জেলায় উন্নয়ন কার্যক্রমের স্থির চিত্র

পুনঃ খননকৃত খালের পানি দ্বারা রবি শস্য উৎপাদন

খাল পুন.খনন কার্যক্রম

চিত্রঃ খননকৃত গভীর নলকূপ ও ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা

চিত্রঃ খননকৃত বিদ্যুতায়িত গভীর নলকূপ ও সেচকৃত এলাকা

চিত্রঃ খাল পাড়ে রোপিত বৃক্ষ

পরিশিষ্ট-'ক'

বর্তমানে কর্তৃপক্ষের নাটোর রিজিয়ন দপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

ক্রম	নাম ও পদবী	দাপ্তরিক ফোন ও ইমেইল নম্বর	মোবাইল নম্বর
১.	মোঃ মনিরুজ্জামান মনির নির্বাহী প্রকৌশলী	☎ +৮৮০২৫৮৮৮৭৪১০৩, xen_natore@bmda.gov.bd	+৮৮০১৭১৮২১৩৩৩১ mmzaman@bmda.gov.bd
২.	মোঃ মজিবর রহমান উপ-সহকারী প্রকৌশলী	-	+৮৮০১৭১৬-৭২১১৮৩ mom603641@gmail.com
৩.	মোঃ রুহুল আমিন কম্পিউটার অপারেটর	-	+৮৮০১৫৫৮৭৬৭৮৯৫ ruhulamin.bmda@gmail.com
৪.	মোঃ হাসানুজ্জামান সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	-	+৮৮০১৭২১৯৯৫৪০৫
৫.	এসএম আরিফ হোসেন সিদ্দিকীগুদাম রক্ষক	-	+৮৮০১৭৩৩-২৫৭০৭১ smarif.bmda@gmail.com

বর্তমানে নাটোর রিজিয়নে কর্মরত আউটসোর্সিং-এ নিয়োজিত জনবলের তালিকা

ক্রম	নাম ও পদবী	দাপ্তরিক ফোন ও ইমেইল নম্বর	মোবাইল নম্বর
১.	মোঃ মনিরুজ্জামান মিল্টন অফিস সহায়ক	-	+৮৮০১৭২৫৭৩৮১২৯
২.	মোঃ শামীম ওয়াচার	-	+৮৮০১৭০৬৭৭৮২৬১
৩.	মোঃ রাসেল ঝাড়ুদার	-	+৮৮০১৭৩২৭৮৩৬৩৭

11.10.22
(মোঃ মনিরুজ্জামান মনির)
নির্বাহী প্রকৌশলী
বিএমডিএ, নাটোর রিজিয়ন, নাটোর।